১৫ দিন ধরে প্রার্থনা

হিন্দু বিশ্বের জন্য

ঈশ্বর দেখেন।
ঈশ্বর আরোগ্য দেন।
ঈশ্বর রক্ষা করেন।

১২ই অক্টোবর – ২৬শে অক্টোবর
২০২৫
এবং ২০২৬ জুড়ে

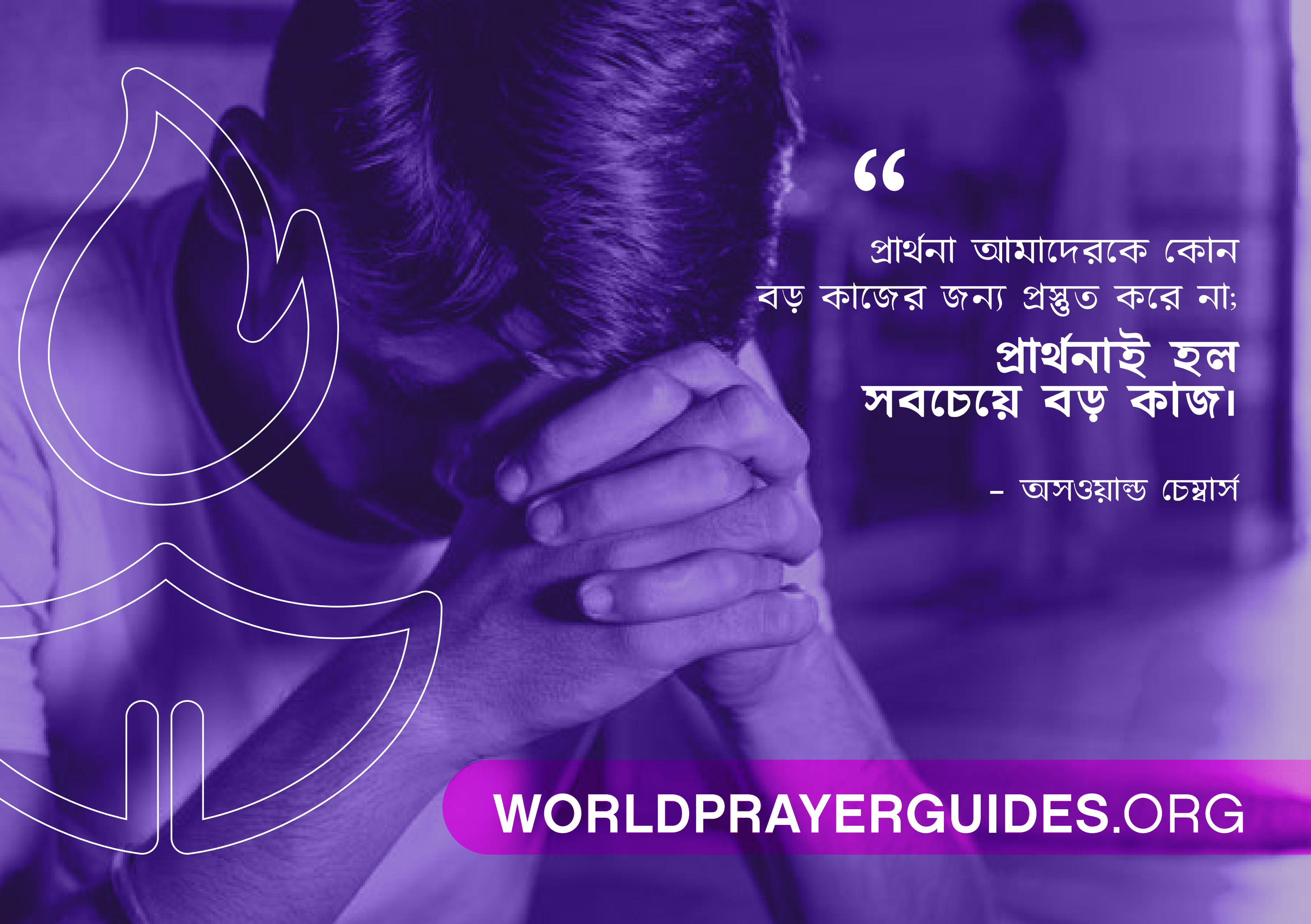
“
প্রার্থনা আমাদেরকে কোন
বড় কাজের জন্য প্রস্তুত করে না;
প্রার্থনাই হল
সবচেয়ে বড় কাজ।
– অসওয়াল্ড চেম্বার্স
WORLDPRAYERGUIDES.ORG

থিম

ঈশ্বর দেখেন।
ঈশ্বর আরোগ্য দেন।
ঈশ্বর রক্ষা করেন।

"কারণ হারিয়ে যাওয়া মনুষ্যপুত্রদের খুঁজে বের করতে এবং তাদের উদ্ধার করতে এসেছেন।"
- লূক ৯:১২

হিন্দু বিশ্বের জন্য ১৫ দিন ধরে চলা এই পবিত্র প্রার্থনা যাত্রায় আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

এই বছরের থিম—**ঈশ্বর দেখেন। ঈশ্বর আরোগ্য দেন। ঈশ্বর রক্ষা করেন।** —আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে কোনো মানুষই ঈশ্বরের চোখের আড়ালে নেই, কোনো ক্ষতই তাঁর আরোগ্যের আওতার বাইরে নয়, এবং কোনো হৃদয়ই তাঁর উদ্ধারশক্তির বাইরে নয়। এই গাইডটি অনুসরণ করার সময়, আপনি এমন কিছু গল্প ও অন্তর্দৃষ্টি জানতে পারবেন যা হিন্দু বিশ্বের ১০০ কোটিরও বেশি মানুষের সৌন্দর্য, সংগ্রাম এবং আধ্যাত্মিক ক্ষুধাকে প্রতিফলিত করে।

এই গাইডের প্রতিটি অংশ আপনাকে প্রার্থনার এক বিশেষ সময়ে আহ্বান জানায়, যা এই তিনটি সত্যকে কেন্দ্র করে গঠিত:

- **ঈশ্বর দেখেন** আড়ালে থাকা এবং আহতদের
- **ঈশ্বর আরোগ্য দেন** ভাঙা হৃদয় এবং ভাঙা সিস্টেমকে
- **ঈশ্বর রক্ষা করেন** যারা সত্য, পরিচয় এবং আশার সন্ধান করছে

চলার পথে, নির্দিষ্ট কিছু শহরের জন্য প্রার্থনা করতেও আপনি একটু বিরতি নেবেন—সেইসব নগরকেন্দ্র যেখানে আত্মিক অন্ধকার আর মুক্তির সম্ভাবনা একইসঙ্গে অবস্থান করছে। এই শহরের আলোচনাগুলি আপনার প্রার্থনাকে কৌশলগতভাবে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করবে, যেন ঈশ্বর প্রভাবশালী এলাকাগুলোতে কাজ করেন। ১২ই অক্টোবর থেকে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত আর ২০শে অক্টোবর দীপাবলির দিন বিশ্ব প্রার্থনা দিবস হিসাবে, আমরা আপনাকে বিশ্বজুড়ে সমস্ত বিশ্বাসীদের সঙ্গে প্রার্থনায় একত্রিত হতে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি প্রতিদিন এই গাইডটি অনুসরণ করতে পারেন বা সারা বছর ধরে বারবার এটিতে ফিরে আসতে পারেন, আমরা প্রার্থনা করি এটা যেন আপনার মধ্যে গভীর সহানুভূতি এবং ধারাবাহিক প্রার্থনার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলবে।

আপনার হৃদয় যেন উদ্দীপ্ত হয় ঈশ্বর যা দেখেন তা দেখার জন্য... তিনি যা আরোগ্য করতে পারেন তার আশা করার জন্য... এবং আলোর অপেক্ষায় আছে এমন জায়গাগুলির পরিত্রাণলাভের বিশ্বাস করার জন্য।

তিনি দেখেন। তিনি আরোগ্য দেন। তিনি রক্ষা করেন।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি।

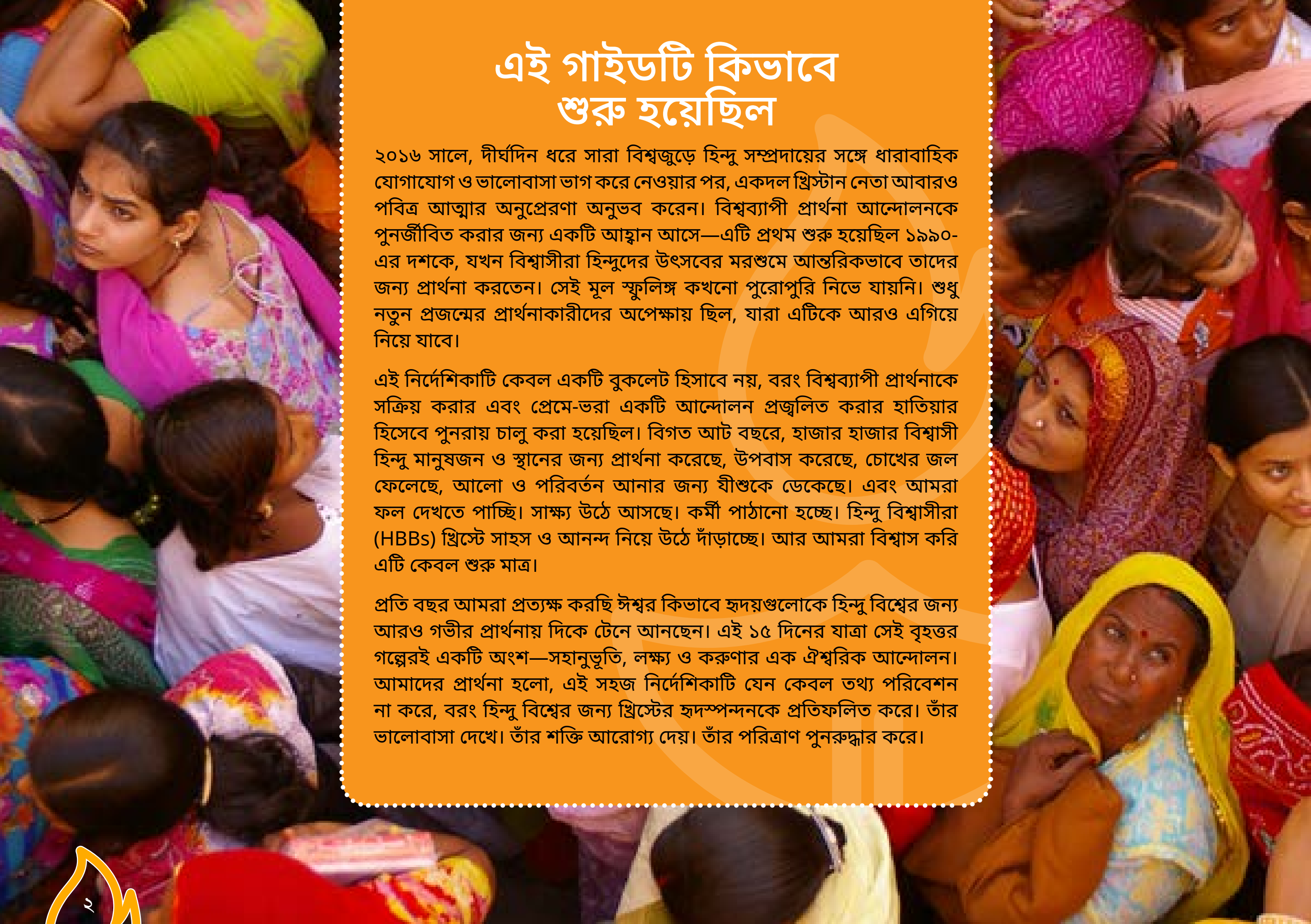

এই গাইডটি কিভাবে শুরু হয়েছিল

২০১৬ সালে, দীর্ঘদিন ধরে সারা বিশ্বজুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ ও ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়ার পর, একদল খ্রিস্টান নেতা আবারও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা অনুভব করেন। বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করার জন্য একটি আহ্বান আসে—এটি প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯৯০-এর দশকে, যখন বিশ্বাসীরা হিন্দুদের উৎসবের মরশুমে আন্তরিকভাবে তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন। সেই মূল স্ফুলিঙ্গ কখনো পুরোপুরি নিভে যায়নি। শুধু নতুন প্রজন্মের প্রার্থনাকারীদের অপেক্ষায় ছিল, যারা এটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এই নির্দেশিকাটি কেবল একটি বুকলেট হিসাবে নয়, বরং বিশ্বব্যাপী প্রার্থনাকে সক্রিয় করার এবং প্রেমে-ভরা একটি আন্দোলন প্রজ্বলিত করার হাতিয়ার হিসেবে পুনরায় চালু করা হয়েছিল। বিগত আট বছরে, হাজার হাজার বিশ্বাসী হিন্দু মানুষজন ও স্থানের জন্য প্রার্থনা করেছে, উপবাস করেছে, চোখের জল ফেলেছে, আলো ও পরিবর্তন আনার জন্য যীশুকে ডেকেছে। এবং আমরা ফল দেখতে পাচ্ছি। সাক্ষ্য উঠে আসছে। কর্মী পাঠানো হচ্ছে। হিন্দু বিশ্বাসীরা (HBBs) খ্রিস্টে সাহস ও আনন্দ নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আর আমরা বিশ্বাস করি এটি কেবল শুরু মাত্র।

প্রতি বছর আমরা প্রত্যক্ষ করছি ঈশ্বর কিভাবে হৃদয়গুলোকে হিন্দু বিশ্বের জন্য আরও গভীর প্রার্থনায় দিকে টেনে আনছেন। এই ১৫ দিনের যাত্রা সেই বৃহত্তর গল্পেরই একটি অংশ—সহানুভূতি, লক্ষ্য ও করুণার এক ঐশ্বরিক আন্দোলন। আমাদের প্রার্থনা হলো, এই সহজ নির্দেশিকাটি যেন কেবল তথ্য পরিবেশন না করে, বরং হিন্দু বিশ্বের জন্য খ্রিস্টের হৃদস্পন্দনকে প্রতিফলিত করে। তাঁর ভালোবাসা দেখে। তাঁর শক্তি আরোগ্য দেয়। তাঁর পরিত্রাণ পুনরুদ্ধার করে।

সম্পাদকের মন্তব্য

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এই বছরের **হিন্দু বিশ্বের জন্য ১৫ দিনের প্রার্থনা যাত্রায়।** যা একসময় একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ হিসেবে শুরু হয়েছিল, তা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি প্রার্থনা উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। এটি আপনার প্রথম বছর হোক বা অষ্টম বছর, আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন জেনে আমরা সম্মানিত। আপনি একা নন—আরও অনেক দেশের বিশ্বাসীরা এই একই বুকলেটের মাধ্যমে প্রার্থনা করছেন, একই নাম উচ্চারণ করছেন, এবং একই অলৌকিক কৃপা প্রার্থনা করছেন: যীশুর ভালোবাসা যেন সর্বত্র হিন্দু মানুষদের কাছে পৌঁছে যায়।

এই বছরের থিম বা মূল ভাবনা—**ঈশ্বর দেখেন। ঈশ্বর আরোগ্য দেন। ঈশ্বর রক্ষা করেন।**—আমাদের আহ্বান জানায় তাঁর শক্তির ওপর ভরসা রাখতে, যা ভাঙা জিনিস পুনর্গঠন করে, লুকানো বিষয়কে প্রকাশ করে এবং যারা আধ্যাত্মিক অন্ধকারে ডুবে আছে তাদের উদ্ধার করে।

এই গাইডের প্রতিটি অধ্যায় গবেষণা, ক্ষেত্রগত অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রার্থনামূলক লেখার এক গভীর প্রতিফলন। প্রতিটি অংশের শেষে আপনি পাবেন একটি নির্বাচিত শহরকে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রার্থনা, যেখানে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর কেন্দ্র তুলে ধরব যা হিন্দু জগতের বৃহত্তর আধ্যাত্মিক গতিশীলতার প্রতিনিধিত্ব করে।। আমরা আপনাকে আহ্বান জানাই এই শহর-ভিত্তিক পৃষ্ঠাগুলোয় সময় দিন, প্রার্থনা করুন এবং গভীরভাবে শুনুন।

এই বছরের গাইডটি **বাইবেলস ফর দ্য ওয়ার্ল্ড; ইন্টারন্যাশনাল প্রেয়ার কানেক্ট এবং প্রেয়ারকাস্ট** -এর মধ্যে একটি সুন্দর সহযোগিতার ফসল। লেখক, সম্পাদক, বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে কাজ করা কর্মী এবং মধ্যস্থতাকারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে একত্রিত হয়েছিলেন, এই বিশ্বাসে যে প্রার্থনার সময় এখনই।

আপনি যদি হিন্দু বিশ্বের প্রতি সহৃদয় থাকেন—অথবা আপনি যদি আপনার কমিউনিটিকে প্রার্থনায় একত্রিত হতে দেখতে চান—তাহলে আমরা আপনার কথা শুনতে আগ্রহী। যারা হিন্দু মানুষদের মধ্যে বাস করছেন, তাদের সঙ্গে কাজ করছেন বা তাদের ভালোবাসেন—তাদের গল্প, লেখা এবং মতামতকে আমরা স্বাগত জানাই। আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:
www.worldprayerguide.org

খ্রিস্টের নামে একসাথে,

~ সম্পাদক

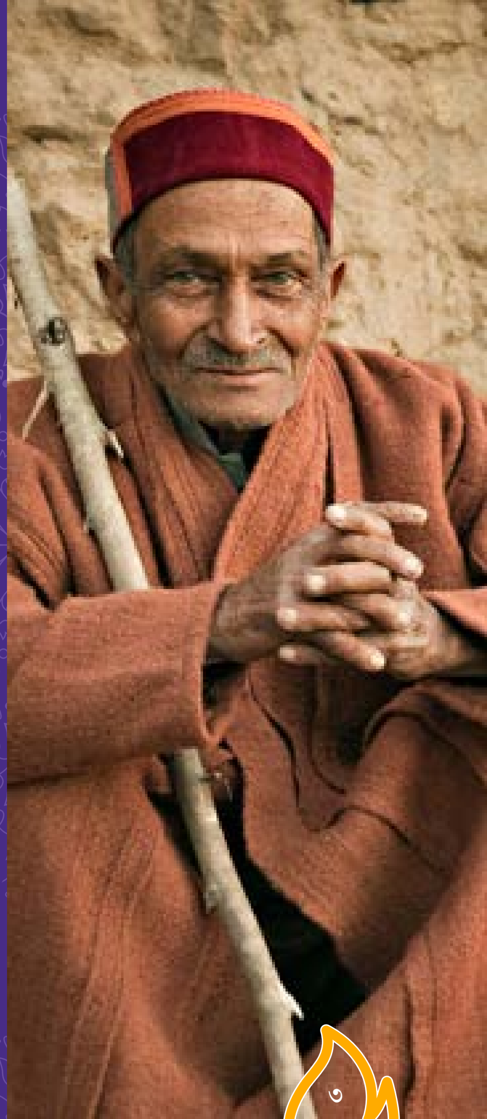

হিন্দু বলতে কাদের বোঝায়?

আমাদের এই ১৫ দিনের প্রার্থনা যাত্রা শুরু করার সময়, একটু থেমে যে মানুষদের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি, তাদের সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। বিশ্বজুড়ে **১২০ কোটিরও বেশি হিন্দু** রয়েছে— **যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫%**—হিন্দুধর্ম হল পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক বিস্তৃত ধর্মগুলির মধ্যে একটি। এর মধ্যে অধিকাংশ, **প্রায় ৯৪% এরও বেশি**, হিন্দু মানুষ **ভারত এবং নেপালে** বসবাস করে, তবে **শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, বালি (ইন্দোনেশিয়া), মরিশাস, ত্রিনিদাদ, ফিজি, যুক্তরাজ্য(UK) এবং উত্তর আমেরিকার** মতো বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাণবন্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক আর উৎসবের আড়ালে রয়েছে প্রকৃত মানুষ—মা, বাবা, ছাত্রছাত্রী, কৃষক, প্রতিবেশী—যারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে অনন্যভাবে সৃষ্ট, এবং যাদের তিনি গভীরভাবে ভালোবাসেন।

কীভাবে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি?

হিন্দু ধর্ম কোন একজন প্রতিষ্ঠাতা বা কোন পবিত্র ঘটনার মাধ্যমে শুরু হয়নি। বরং, এটি প্রাচীন শাস্ত্র, মৌখিক ঐতিহ্য, এবং বিভিন্ন দর্শন ও পুরাণের ওপর ভিত্তি করে হাজার হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। অনেক গবেষক এর শিকড় খুঁজে পেয়েছেন সিন্ধু সভ্যতা এবং প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইন্দো-আর্য মানুষদের আগমনের সময়। হিন্দু ধর্মের প্রাচীনতম শাস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ, বেদ, এই সময়েই রচিত হয়েছিল এবং আজও হিন্দু বিশ্বাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

হিন্দু হওয়ার অর্থ কি?

হিন্দু হওয়া মানে সবসময়ই কোনো নির্দিষ্ট মতবাদে বিশ্বাস করা নয়—বরং হিন্দু মানে জন্মসূত্রে একটি সংস্কৃতির অংশ হওয়া, পূজার ছন্দে অভ্যস্ত হওয়া, এবং এক ধরনের সম্মিলিত জীবনধারা। অনেকের কাছেই, হিন্দু ধর্ম উৎসব, পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান, তীর্থযাত্রা, এবং গল্প-কথার মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। যেখানে কিছু হিন্দু গভীরভাবে ধার্মিক, আবার অন্যরা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের চেয়ে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ হিসেবে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। হিন্দুরা এক ঈশ্বর, বহু ঈশ্বর, অথবা সমগ্র বিশ্বজগতকেই ঈশ্বরিক বলে বিবেচনা করতে পারে।

হিন্দু ধর্মে অসংখ্য সম্প্রদায় এবং নানারকম অনুশীলন রয়েছে, যদিও এই সবেরই মূল বিশ্বাস হল কর্ম (কারণ এবং ফলাফল), ধর্ম (আধ্যাত্মিক কর্তব্য), সংসার (জন্ম-মৃত্যুর চক্র), এবং মোক্ষ (এই চক্র থেকে মুক্তি)।

হিন্দু ধর্ম কি নিয়ে গঠিত?

হিন্দুধর্ম গঠিত হয়েছে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। বেদান্তের দার্শনিক ধারা ,মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠান, স্থানীয় দেবদেবীর উপাসনা, থেকে শুরু করে যোগব্যায়াম এবং ধ্যান—হিন্দু ধর্মের প্রকাশ অঞ্চল ও সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়। ধর্ম চর্চা প্রভাবিত হয় জাতপাত (সামাজিক শ্রেণীবিভাগ), ভাষা, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং আঞ্চলিক রীতিনীতির মাধ্যমে। অনেক জায়গায়, হিন্দু ধর্ম জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে এতটাই নিবিড়ভাবে জড়িত, যে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া বিশেষভাবে কঠিন এবং গভীর সমস্যাজনক হয়ে পড়ে।

এবং তবুও, এই আধ্যাত্মিক জটিলতার মাঝেও ঈশ্বরের কাজ চলছে। হিন্দুরা যীশুর স্বপ এবং দর্শন পাচ্ছে। গীর্জাগুলো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিন্দু বিশ্বাসীরা করুণার সাক্ষ্য নিয়ে উঠে আসছে।

প্রার্থনার সময়, মনে রাখবেন: প্রতিটি ধর্মানুশীলন এবং ঐতিহ্যের পিছনে একজন মানুষ শান্তি, সত্য এবং আশা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আসুন তাদেরকে আমরা একমাত্র সত্য ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসি, যিনি দেখেন, যিনি নিরাময় করেন, এবং যিনি রক্ষা করেন।

ঈশ্বর দেখেন।
ঈশ্বর আরোগ্য দেন।
ঈশ্বর রক্ষা করেন।

কেন আমরা দীপাবলির সময় প্রার্থনা করি

একটা আলো যা অন্ধকার বিদীর্ণ করে আসে

২০শে অক্টোবর, যখন সারা ভারত এবং বিশ্বজুড়ে দীপাবলি উৎসব উদযাপন শুরু হবে, তখন আমাদের সম্মিলিত প্রার্থনার যাত্রাও শুরু হবে। দীপাবলি—যা “আলোর উৎসব” নামে পরিচিত—হিন্দু ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম, যা অন্ধকারের উপর আলো এবং মন্দের উপর ভালোর বিজয়ের প্রতীক। ঘরবাড়ি এবং মন্দিরগুলি প্রদীপের আলোয় ঝলমল করে, আতশবাজির আলোয় আকাশ ভরে ওঠে এবং পরিবারগুলি একত্রিত হয় লক্ষ্মী এবং রাম-এর মত দেবতার আরাধনায়। তবুও, লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে, এই ঝলমলে আলো শুধুমাত্র প্রতীক হয়েই থেকে যায়, সত্যিকারের শান্তি, নিরাময় এবং মুক্তি আনতে পারে না, যা পাওয়া যায় বিশ্বের প্রকৃত আলো—যীশু খ্রিষ্টে।

এই কারণেই আমরা প্রার্থনা করি। যখন হিন্দু পরিবারগুলি আশীর্বাদ, সমৃদ্ধি এবং মুক্তির সন্ধান করে, তখন বিশ্বাসীরা এই পবিত্র সময়টিতে একত্রিত হয় এবং হিন্দুদের জন্য প্রার্থনা করে যাতে তারা যিহোবা ঈশ্বরের দর্শন পায় যে সত্যিই দেখে, নিরাময় করে এবং রক্ষা করে। ১২ই অক্টোবর থেকে পরবর্তী ১৫ দিন, সারা বিশ্বজুড়ে বিশ্বাসীরা একসঙ্গে এক হৃদয়ে প্রার্থনা করবেন—এই বিশ্বাসে যে এই সময়ে যখন হিন্দুরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ খুঁজছেন, তখনই সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বর তাদের কাছে আসবেন। আসুন আমরা সাহসের সাথে এবং করুণার সাথে তাঁর প্রেমকে আলোকিত করি, এই বিশ্বাসে যে ধার্মিকদের প্রার্থনা অন্ধকার বিদীর্ণ করে চিরন্তন আলো নিয়ে আসবে।

কেন আমরা সাড়া বিশ্বজুড়ে ১১০টি শহরের ওপর মনোযোগ দিচ্ছি

এই গাইড জুড়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য শহর আমরা তুলে ধরেছি যা দক্ষিণ এশিয়ার এমন ১৯টি শহরের একটি নমুনা যেখানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল হিন্দু। আপনি যদি লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করেন তাহলে *https://110cities.com/* ওয়েবসাইটে শহরগুলির প্রোফাইল পেজে যেতে পারবেন।

১১০টি শহরের এই কৌশলগত লক্ষ্যের জন্ম হয়েছে এই উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে যে পৃথিবী দ্রুত নগরায়ন এবং শহরগুলির প্রতি ঈশ্বরের হৃদয়ের স্বীকৃতির পথে চলেছে। বাইবেলে বারবার শহরের উল্লেখ আছে এবং যীশু জেরুজালেমের জন্য কেঁদেছিলেন। পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা এখন শহরাঞ্চলে বাস করে, ২০৫০ সালের মধ্যে যা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ অভিবাসনের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে।

এই প্রার্থনা এবং মিশন উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দু হল **সাম ১১০:১-৩**, ঈশ্বরের মানুষদেরকে একটি “অগ্রযাত্রার আদেশ” দেয় যাতে তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে এবং “স্বেচ্ছাসেবক” হিসাবে জাতিগুলোকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। প্রার্থনার মাধ্যমে যীশুর সাথে কাজ করার এই আমন্ত্রণ তাঁর মহিমাকেই প্রদর্শন করে।

এই **১১০টি শহর** বাছা হয়েছে অত্যন্ত কৌশলগতভাবে, কয়েকটি কারণের ওপর ভিত্তি করে:

- এগুলিকে বিশ্বজুড়ে **সবচেয়ে বেশি না-পৌঁছানো মেগাসিটি** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এখানে সেইসব ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করে যা **বিশ্বের অবশিষ্ট প্রায় ৯৭% না-পৌঁছানো মানুষদের** ভাষা।
- গীর্জা স্থাপন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই শহরগুলিকে নির্বাচিত করা হয়েছে, কৌশলগতভাবে সেই জায়গাগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে যা একইসঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করবে এবং **আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করবে**।
- এই শহরগুলো প্রশিক্ষণ, সম্পদ সরবরাহ এবং কর্মী প্রেরণের জন্য বিশ্বব্যাপী গীর্জা স্থাপন কার্যক্রমের বৃহত্তম কেন্দ্র।
- এই শহরগুলির **মনুষ্য গোষ্ঠীগুলিকে** নির্বাচন করা হয়েছে ভাষা সংক্রান্ত ডাটাবেস এবং বিশ্ব খ্রিস্টান ডাটাবেস-এর তালিকার ওপর ভিত্তি করে যেখানে ২৫৭টি মনুষ্য গোষ্ঠীর তালিকা রয়েছে যাদের কাছে এখনও ধর্মপ্রচার করা হয়নি, এবং যা একত্রে **সারা বিশ্বের মধ্যে ধর্মপ্রচার না হওয়া মানুষদের প্রায় ৮০%**।

উদ্দেশ্য হলো একটি শহরব্যাপী সুসমাচার কেন্দ্রিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা—একটি জৈবিক ঘটনা, যেখানে পবিত্র আত্মা সমগ্র শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে, ফলে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা শহরের জনসংখ্যার চেয়েও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং সমগ্র নগর জীবনে খ্রিষ্টের প্রভাব বিস্তার করবে।

লক্ষ লক্ষ মানুষদের সঙ্গে আপনিও যোগদান করেছেন বিশ্বের এই শহরগুলিতে বসবাসরত মানুষদের জন্য প্রার্থনা এবং শিষ্য তৈরির কাজে, তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

১ম দিন • ১২ই অক্টোবর

ভারতের নিপীড়িত ও ভুলে যাওয়া মানুষগুলো

ভারত এবং একইসঙ্গে অন্যান্য দেশে ও লন্ডন, মোম্বাসা, নাইরোবি, নিউইয়র্ক, ডালাস, কুয়ালালামপুর এবং দুবাই এর মত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতেও ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভিন্ন রূপে নিপীড়ন দেখতে পাওয়া যায় — সামাজিক, ধার্মিক, অর্থনৈতিক এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক। এটা মানুষের প্রাপ্য সম্মান দেয় না, সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদেরকে দারিদ্র, অশিক্ষা আর ভয়ের চক্রবূহ্যে আটকে রাখে। এর আবেগগত এবং মানসিক প্রভাব অত্যন্ত গভীর, যার ফলে অনেকেই নিজেকে ভুলে যাওয়া এবং শব্দহীন মানুষ বলে মনে করেন। এটা শুধুমাত্র তাদের বর্তমান জীবনকেই প্রভাবিত করে না, বরং এতে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা এবং আধ্যাত্মিক উন্মুক্ততাও প্রভাবিত হয়, যেহেতু অন্যায় হৃদয়কে শক্ত করে তোলে অথবা মানুষকে আশার সন্ধানে মরিয়া করে তোলে।

ভারতে যারা নিপীড়নের শিকার তাদের মধ্যে রয়েছে দলিত যারা জাতি-ভিত্তিক বৈষম্যের শিকার, নারী ও কিশোরী যারা লিঙ্গ-ভিত্তিক আক্রমণের শিকার, পরিযায়ী শ্রমিক এবং দিনমজুর যারা শোষণের শিকার, ধর্মীয় মিশনারি যাদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য টার্গেট করা হয় এবং দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকে পড়া শিশুরা।

এরা চিৎকার করে কাঁদে, কিন্তু খুব কম মানুষই সাড়া দেয়—তবুও সেই একজন আছেন যিনি সব দেখেন, সব জানেন।

ঈশ্বর দেখেন।

তাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যারা বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকেন, যাদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকা যন্ত্রণা এবং অধ্যবসায়ের গল্প বলে। ঈশ্বর তাদেরও দেখেন...

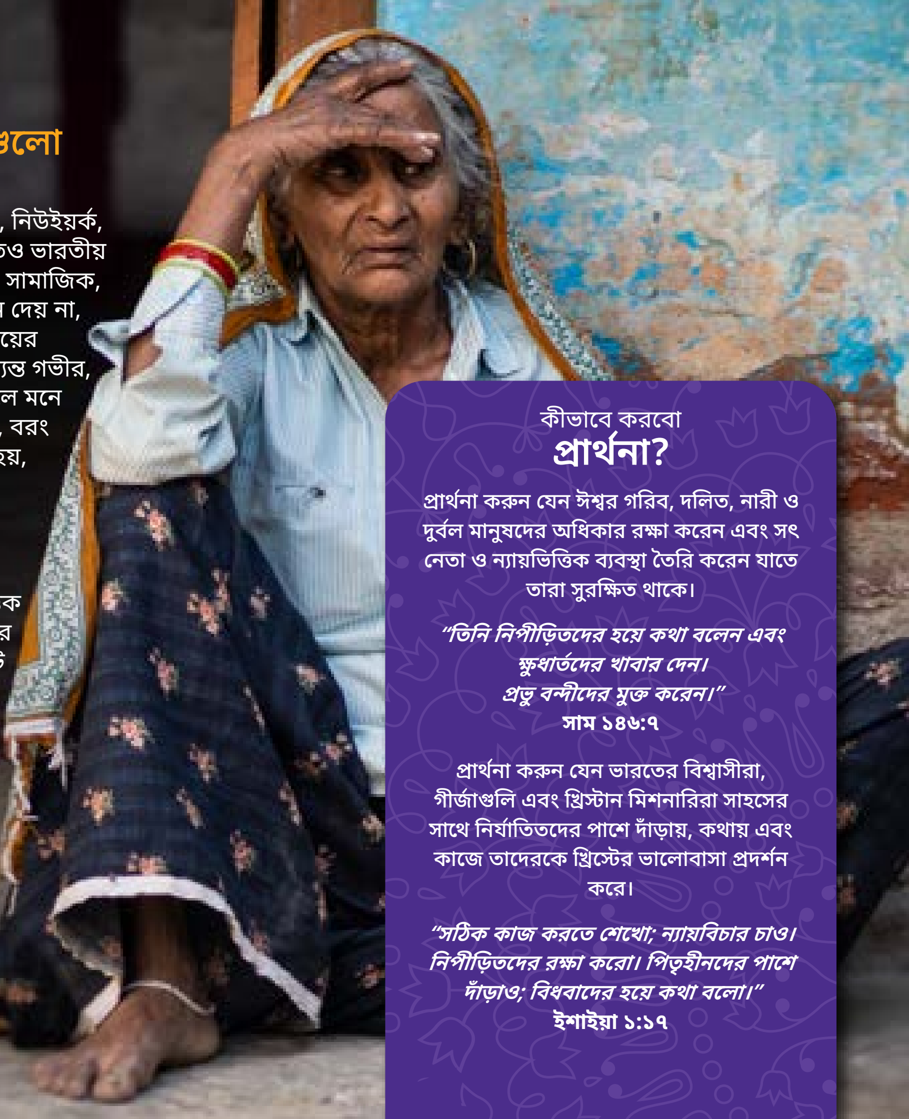

কীভাবে করবো
প্রার্থনা?

প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর গরিব, দলিত, নারী ও দুর্বল মানুষদের অধিকার রক্ষা করেন এবং সৎ নেতা ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরি করেন যাতে তারা সুরক্ষিত থাকে।

"তিনি নিপীড়িতদের হয়ে কথা বলেন এবং ক্ষুধার্তদের খাবার দেন। প্রভু বন্দীদের মুক্ত করেন।"
সাম ১৪৬:৭

প্রার্থনা করুন যেন ভারতের বিশ্বাসীরা, গীর্জাগুলি এবং খ্রিস্টান মিশনারিরা সাহসের সাথে নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ায়, কথায় এবং কাজে তাদেরকে খ্রিস্টের ভালোবাসা প্রদর্শন করে।

"সঠিক কাজ করতে শেখো; ন্যায়বিচার চাও। নিপীড়িতদের রক্ষা করো। পিতৃহীনদের পাশে দাঁড়াও; বিধবাদের হয়ে কথা বলো।"
ইশাইয়া ১:১৭

২য় দিন • ১৩ই অক্টোবর

অতিরিক্ত জনসংখ্যা: ভীড়ের মাঝে ঈশ্বরের হৃদয়

হিন্দু ধর্ম হল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী মূলত দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে।

ভারত বিশ্বের ঘন জনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি, যার জনসংখ্যা ১৪০ কোটিরও বেশি। দিল্লি ও মুম্বাইয়ের মতো শহরের বিশাল ভিড়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢেউয়ের মতো চলাফেরা করে—কর্মস্থলে যাওয়া-আসা করা মানুষ, পরিবার, রাস্তার বিক্রেতা, ছাত্রছাত্রী, ভিখারি। শহরগুলো কর্মব্যস্ততা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভরে থাকলেও, চাহিদার ভারে তারা কাতর হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা ভারতের সম্পদ, পরিকাঠামো ও পরিবেশের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। যানজট, জলের অভাব, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ব্যবস্থা গভীরতর এই সংকটের উপরিভাগ মাত্র।

এই অসংখ্য মুখের সমুদ্রের মাঝে, নিজেকে ভুলে যাওয়া মনে করা খুব সহজ। তবু ঈশ্বর সকল মানুষকেই দেখেন। তাঁর কাছে কোন জীবনই ভীড়ের মাঝে হারিয়ে যায়নি। প্রতিটি পুরুষ, নারী এবং শিশু ঐশ্বরিক মর্যাদা বহন করে—জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। ভূমি জুড়ে তাঁর চোখ খুঁজে বেড়ায়, সংখ্যা নয়, নাম। ভীড়ের মাঝে একাকী মানুষদের জন্যই তাঁর হৃদয় স্পন্দিত হয়।

ঈশ্বর দেখেন।

এই জনসমুদ্রে এমন অনেকেই আছেন যারা বহু দূরের গ্রাম থেকে এসেছেন, প্রতিদিন বেঁচে থাকার সন্ধানে। এরপরে আছে তাদের কথা...

কীভাবে করবো

প্রার্থনা?

প্রার্থনা করুন ঈশ্বর যেন ভারতের নেতা ও নীতিনির্ধারকদের প্রজ্ঞা ও বিবেচনাবোধ দান করেন, যাতে তারা দেশের সম্পদ দায়িত্বশীলভাবে পরিচালনা করতে পারেন। প্রতিটি নাগরিক যেন মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করতে পারে।

"যদি তোমাদের কারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে তার উচিত ঈশ্বরের কাছে চাওয়া, যিনি সকলকে উদারভাবে দান করেন, কোন দোষ খোঁজেন না..."
জেমস ১:৫

প্রার্থনা করুন যেন ভারতের জনাকীর্ণ শহর এবং প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সুসমাচার উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায় যেখানে এখনও বহু মানুষ যীশুর কথা শোনার অপেক্ষায় আছে। ঈশ্বরকে বলুন এমন শ্রমিক পাঠাতে যারা সাহসের সাথে তাঁর আশা বহন করে নিয়ে যাবে, বিশেষ করে মারাঠি এবং হিন্দি রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাতে তারা খ্রিস্টের প্রেম এবং সত্যের মুখোমুখি হতে পারে।

"ফসল প্রচুর কিন্তু শ্রমিক কম। ফসলের প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর.. তিনি যেন শ্রমিক পাঠান..."
ম্যাথিউ ৯:৩৭-৩৮

৩য় দিন • ১৪ই অক্টোবর

পরিযায়ী শ্রমিক: কষ্ট, বেঁচে থাকা এবং আশার যাত্রা

ভারতের পরিযায়ী শ্রমিকরা কষ্ট, সংগ্রাম ও অদম্য সহনশীলতার মধ্যে জীবন যাপন করেন। নিজেদের পরিবার, ঘরবাড়ি এবং গ্রামকে পিছনে ফেলে রেখে উপার্জনের সন্ধানে তারা কলকাতার মত ভীড়ে ঠাসা এবং অপরিচিত শহরে পাড়ি জমায়— যেখানে প্রায়শই তাদের শোষণ, খারাপ জীবনযাপন এবং সামাজিক অবহেলার মুখোমুখি হতে হয়। সাম্প্রতিক মানবাধিকার গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৬০ কোটি ভারতীয়— অর্থাৎ দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ—অভ্যন্তরীণ পরিযায়ী, যার মধ্যে প্রায় ৬ কোটি রাজ্যসীমা অতিক্রম করে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয়। সাধারণত তারা তাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করে, মর্যাদার সাথে বাড়ি ফেরার আশা করে এবং আশা করে কেউ তাদের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারবে।

কীভাবে করবো প্রার্থনা?

প্রার্থনা করুন প্রভু যেন গ্রামে ফেলে আসা পরিবারগুলির, বিশেষ করে শিশু, স্বামী-স্ত্রী এবং বয়স্কদের হৃদয়ে সান্ত্বনা দেন। তারা যেন আশায় ভরে ওঠে, নিরাশায় নয়। যীশু যেন ভাঙা হৃদয়গুলিকে আরোগ্য দেন এবং ভালোবাসা, ভরণপোষণ এবং সমাজের সহায়তা দিয়ে এই পরিবারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখেন।

"ঈশ্বর একাকীদের পরিবারে স্থাপন করেন, তিনি বন্দীদের গান গাইতে গাইতে মুক্তির পথে পরিচালিত করেন।"
সাম ৬৮:৬

ঈশ্বর যেন পরিযায়ী শ্রমিকদের পক্ষে থেকে ন্যায়বিচারের কথা বলেন। তারা যেন তাদের কাজে মর্যাদা খুঁজে পায় এবং সততা ও সম্মানের সাথে আচরণ পায়। শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং সুযোগের দরজা যেন খুলে যায় যা তাদের ভবিষ্যতকে উন্নত করবে এবং দারিদ্রের চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে।

"যারা নিজেদের জন্য কথা বলতে পারে না, তাদের জন্য কথা বলো, যারা নিঃস্ব তাদের অধিকারের জন্য কথা বলো।"
প্রোভার্বস্ ৩১:৮

ঈশ্বর দেখেন।

কিন্তু সব যন্ত্রণা নড়াচড়া থেকে হয় না — কিছু চাপা পড়ে থাকে গভীরে। হৃদয়ের ভেতরে লজ্জা, ভয় আর নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ঈশ্বর তবুও দেখেন...

৪

৪র্থ দিন • ১৫ই অক্টোবর

ভয়, লজ্জা, দুশ্চিন্তা — ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বর আরোগ্য দেন

সারা ভারত জুড়ে, অসংখ্য হিন্দু লজ্জা, ভয় আর দুশ্চিন্তার ভারী বোঝা বয়ে বেড়ায়। অনেকেই সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা, পরিবারের সম্মান এবং ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার চাপে জীবন যাপন করে, প্রশ্ন করতে, কথা বলতে বা সাহায্য চাইতে ভয় পায়। যখন ব্যর্থ হয় তখন লজ্জায় হৃদয় কুঁকড়ে যায়, সিদ্ধান্তগুলোকে যখন কুসংস্কার নিয়ন্ত্রণ করে তখন মন ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে আর নীরবে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। এই নীরব সংগ্রামের মাঝেও, ঈশ্বরের হৃদয় তাদের জন্য স্পন্দিত হয়। তিনি প্রতিটি লুকানো চোখের জল দেখেন এবং প্রতিটি নীরব কান্না শোনেন।

ঈশ্বর দেখেন।

এবং যখন হৃদয় নীরবে যন্ত্রণায় ভরে ওঠে, ঈশ্বরের প্রেম তখনও অনুসরণ করে—গলিঘুঁজি, রেলস্টেশন, আর ভিড়ে ভরা শহরের রাস্তায়। তাঁর দৃষ্টি থাকে দুর্বল, উপেক্ষিত আর সমাজের সেইসব মানুষদের ওপর যাদেরকে সহজেই সবাই ভুলে যায়...

কীভাবে করবো
প্রার্থনা?

প্রার্থনা করুন যেন ভয় আর লজ্জায় ভারাক্রান্ত মানুষগুলো তাঁর কাছে বিশ্রাম পায়। ঈশ্বর যেন অন্ধকারে থাকা যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষগুলোর কাছে তাঁর কর্মীদের পাঠান যারা আশা বয়ে নিয়ে যাবে, তাদেরকে মনে করিয়ে দেবে যে তারা পরিচিত, মূল্যবান এবং ভীষণ প্রিয় সেই ঈশ্বরের কাছে যিনি তাদের নাম ধরে ডাকেন।

"ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমাকে মুক্ত করেছি; আমি তোমার নাম ধরে তোমাকে ডেকেছি; তুমি আমার।"
ইশাইয়া ৪৩:১

অভিশাপ, আত্মা, পারিবারিক প্রত্যাখ্যান, অথবা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার ভয়ে আটকে পড়া হিন্দুদের জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন তারা যেন এই ভয়ের যাঁতাকল থেকে মুক্তি অনুভব করে এবং খ্রিস্টের মধ্যে সাহস ও শান্তি খুঁজে পায়।

"আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি; আমার শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি... তোমাদের হৃদয়কে উদ্বিগ্ন হতে দিও না এবং ভয় পেও না।"
জন ১৪:২৭

প্রার্থনা করুন যারা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা, পারিবারিক প্রত্যাশা অথবা ধর্মীয় অপরাধবোধের কারণে—লজ্জার সম্মুখীন হচ্ছেন—তারা যেন ঈশ্বরের ভালোবাসার সন্ধান পায় যা তাদের মর্যাদা এবং আত্মসম্মান ফিরিয়ে দেবে।

"তুমি তোমার লজ্জার পরিবর্তে দ্বিগুণ অংশ পাবে... তুমি তোমার উত্তরাধিকার নিয়ে আনন্দ করবে।"
ইশাইয়া ৬১:৭

৫ম দিন • ১৬ই অক্টোবর

ভারতের সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ

ভারত এক বৈপরীত্যের দেশ—যেখানে রঙিন উৎসব ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের পাশাপাশি অন্ধকারে নীরবে সংগ্রাম করে চলে লক্ষ লক্ষ মানুষ। শিশুরা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম আর ঘিঞ্জি বস্তিতে বড় হয়ে ওঠে, একটা নিরাপদ শেখার জায়গা আর খেলার জায়গার জন্য আকুল হয়ে থাকে। নারী আর কিশোরীরা বৈষম্য ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে। পুরুষরা নীরবে ভাঙা স্বপ্ন আর অপূর্ণ প্রত্যাশার ভার বয়ে চলে, অন্যদিকে বিধবা আর বয়স্করা প্রায়শই না-দেখা, না-শোনা হয়ে থেকে যায়। পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের ঘর-বাড়ি আর প্রিয় মানুষদের পেছনে ফেলে দৈনন্দিন রোজগারের আশায় দূরে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং অসংখ্য পরিবার দারিদ্র্য আর হারানোর যন্ত্রণা লুকিয়ে জীবনকে বয়ে নিয়ে চলে।

এই হল ভারতবর্ষ যা ঈশ্বর দেখেন—শুধুমাত্র যন্ত্রণা নয়, বরং সম্ভাবনাময়। প্রতিটি আত্মা তাঁর প্রতিমূর্তিতে গঠিত। আড়ালে থাকা আর কষ্ট পাওয়া মানুষগুলোর জন্য আমাদের প্রার্থনা শেষ করার সময় আমরা এমন এক শহরের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি, যেখানে এরকম বহু গল্প এসে জড়ো হয় — একটা শহর যা রাজনীতি, দারিদ্য আর প্রতিশ্রুতির স্পন্দনে বেঁচে আছে। আসুন এবার আমরা প্রার্থনা করি দিল্লীর জন্য, দেশের হৃদয়ের জন্য।

কীভাবে করবো

প্রার্থনা?

প্রার্থনা করুন শিশু, কিশোর-কিশোরী, পুরুষ, নারী, পরিবার এবং প্রবীণ সবাই যেন—যীশু খ্রিস্টের প্রেম ও রক্ষাকারী কৃপা অনুভব করতে পারে। ঈশ্বরকে বলুন তিনি যেন এমন শ্রমিক পাঠান যারা সাহস আর সহমর্মিতা নিয়ে তাদের কাছে পৌছাবে।

"প্রভু চান না কেউ ধ্বংস হয়ে যাক, কিন্তু তিনি চান সকলেই যেন অনুতাপ করে।"
২ পিটার ৩:৯

ঈশ্বর যেন দুর্বলদের নির্যাতন, উৎপীড়ন এবং শোষণ থেকে রক্ষা করেন। তিনি যেন মানুষকে তাদের অধিকারের জন্য দাঁড়াতে এবং আশ্রয় ও যত্ন প্রদান করতে উৎসাহিত করেন।

"দুর্বল ও অনাথদের রক্ষা করো; দরিদ্র ও নিপীড়িতদের পক্ষে কথা বলো। দুর্বল এবং অভাবীদের উদ্ধার করো..."
সাম ৮২:৩-৪

ঈশ্বর দেখেন।

এবং সেখান থেকে, আমরা আমাদের দৃষ্টি তুলে ধরছি সমগ্র দেশের জন্য—শুধুমাত্র দৃশ্যমান হওয়ার জন্য নয়, বরং আরোগ্য লাভের জন্য। পরবর্তী অধ্যায় শুরু করার সময়, আসুন আমরা প্রার্থনা করি শান্তি, ন্যায়বিচার আর সত্য যেন এই ভূখন্ডকে প্লাবিত করে এবং খ্রিস্টের প্রেম যেন প্রতিটি জাতির শক্তঘাঁটিগুলো ভেঙে প্রবেশ করে...

মনোযোগের শহর: দিল্লী

দেশের হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা

দিল্লী হল ভারতের বিস্তৃত রাজধানী শহর, যা ইতিহাস, ক্ষমতা এবং বৈপরীত্যের সাথে স্পন্দিত হয়। এখানকার প্রাচীন দেওয়াল আর সরকারি ভবনগুলির মধ্যে সুযোগ-সুবিধা আর দারিদ্য পাশাপাশি অবস্থান করে। ব্যস্ত রাস্তাঘাটে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়—পরিযায়ী শ্রমিক, রাজনীতিবিদ, দিনমজুর এবং বস্তিতে আটকে থাকা পরিবার। শহরটি অতিরিক্ত মানুষের ভিড়ে ঠাসা, তা সত্ত্বেও এর ভেতরে অনেকেই নিজেদের অদৃশ্য মনে করে। দিল্লী তার জটিলতার মধ্যে, ভারতের সৌন্দর্য্য এবং ভাঙন দুটোই সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করে।

প্রার্থনা করুন যেন দিল্লীর জনসমুদ্রের মাঝেও, ঈশ্বরের লোকেরা প্রতিটি জীবনকে মূল্যবান মনে করে। দলিত, দুর্বল এবং উপেক্ষিতদের জন্য প্রার্থনা করুন— যেন গীর্জা ও মিশনারিগুলি ভালোবাসা আর সাহস নিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে আসে।

প্রার্থনা করুন উচ্চবর্ণ, ব্রাহ্মণ এবং পেশাদারদের জন্য—যেন তারা অতিপ্রাকৃতভাবে যীশুর দেখা পায় এবং তাদের হৃদয় উন্মুক্ত হয় এই উপলব্ধিতে যে যীশু একজন প্রকৃত ঈশ্বর, কোনো পাশ্চাত্য দেবতা বা ভালো গুরু নন।

ঈশ্বর দেখেন।
ঈশ্বর আরোগ্য দেন। ঈশ্বর রক্ষা করেন।

৬ষ্ঠ দিন • ১৭ই অক্টোবর

ভেদাভেদের দেশে আরোগ্য

ভারত হল রঙ, জটিলতা এবং বৈপরীত্যের দেশ। তবুও প্রাণবন্ত উৎসব এবং ভীড়ে ঠাসা রাস্তার নীচে লুকিয়ে আছে গভীর বিভাজন— ধর্মীয় উত্তেজনা, রাজনৈতিক শত্রুতা, জাতপাতের বিরোধ এবং সাংস্কৃতিক ধন্দ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ফাটলগুলো আরও গভীর হয়েছে, প্রায়শই প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে এবং আইনকে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। কিছু রাজ্যে, পরিচয়, জমি অথবা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হিংসা আর ভয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু ঈশ্বর এমন কিছু দেখেন যা কোনো সংবাদমাধ্যম সম্পূর্ণরূপে ধরতে পারে না: একটি দেশের আহত আত্মা। তিনি ঘৃণা, অন্যায় বা নিপীড়নের প্রতি উদাসীন নন। তিনি হলেন সেই আরোগ্যদাতা যিনি বিশৃঙ্খলার মধ্যে শান্তির কথা বলেন এবং তাঁর লোকেদের এর মাঝখানে দাঁড়াতে আহ্বান করেন। যখন রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার জন্য প্রচার চালান, তখন গীর্জাগুলিকে করুণার জন্য মধ্যস্থতা করতে হবে।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে আরোগ্য কেবল কাঠামোগত নয়, বরং আধ্যাত্মিক হোক—হৃদয় নরম হোক এবং যীশুর প্রেমের মাধ্যমে শত্রুতার দেয়াল ভেঙে পড়ুক।

কীভাবে করবো
প্রার্থনা?

উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চলে শান্তির জন্য এবং স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের ন্যায়সঙ্গত নেতৃত্বের জন্য প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরকে বলুন তিনি যেন সত্য ও করুণার ভিত্তিতে স্থিতিশীলতা আনেন।

"ন্যায়বিচার নদীর মতো প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা কখনো থেমে না যাওয়া স্রোতের মতো বয়ে চলুক!"
আমোস ৫:২৪

ঈশ্বরকে বলুন তিনি যেন শান্তিস্থাপনকারী—পাদ্রী, বিশ্বাসী, এবং তরুণদের তৈরি করেন— যারা সন্দেহ ও সংশয়, শত্রুতা এবং নিপীড়নে ছিন্নভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাবেন।

"শান্তি স্থাপনকারীরা ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।"
ম্যাথিউ ৫:৯

ঈশ্বর আরোগ্য দেন।

এই সময় ভারতজুড়ে আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা শুরু করার সাথে সাথে, আমাদের নজর দিতে হবে কেবল বাইরের বিভাজনের দিকেই নয়—বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলমান পদ্ধতিগত অবিচারের ফলে সৃষ্ট গভীর ক্ষতের দিকেও। এই সবের মধ্যে, জাতপাতের যন্ত্রণা আজও সম্প্রদায় এবং আত্মাকে একইভাবে বিভক্ত করে চলেছে...

৭ম দিন • ১৮ই অক্টোবর

জাতপাতের ক্ষত: অবিচার থেকে আরোগ্য

আইনত নিষিদ্ধ হলেও, জাতপাতভিত্তিক বৈষম্য এখনও ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। দলিত— যাদেরকে প্রায়শই “আধা মানুষ” বলা হয়—এখনও নিয়মিতভাবে চাকরি, শিক্ষা এবং এমনকি কুয়ো বা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। অনেকে আজও আলাদা গ্রামে বসবাস করে। কোথাও স্কুলে দলিত শিশুদের টয়লেট পরিষ্কার করতে বাধ্য করা হয়, আবার অন্যরা শুধুমাত্র বংশ পরিচয়ের জন্য সুবিধা পায়।

২০২৩ সালে, প্রায় ৫০,০০০ এরও বেশি জাতপাত ভিত্তিক হিংসার ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। প্রত্যেকটা সংখ্যার পিছনে রয়েছে একটা গল্প— যেমন বিহারের পাটনায় ১৫ বছর বয়সী এক দলিত মেয়েকে, মন্দিরে ঢোকার জন্য নিগ্রহ করা হয়েছিল, অথবা মধ্যপ্রদেশের ভোপালে একজন পুরুষকে উচ্চ-বর্ণের পাড়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য মারধর করা হয়েছিল।

কিন্তু যীশু সামাজিক স্তরভেদ ভেঙে দিয়েছিলেন যখন তিনি কুষ্ঠরোগীদের স্পর্শ করেছিলেন, সমাজচ্যুতদের স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং উপেক্ষিত মানুষদের মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর আরোগ্য শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয় বরং অন্যায়-অবিচারে ভরা এই গোটা সমাজ ব্যবস্থার জন্য।

ঈশ্বর আরোগ্য দেন।

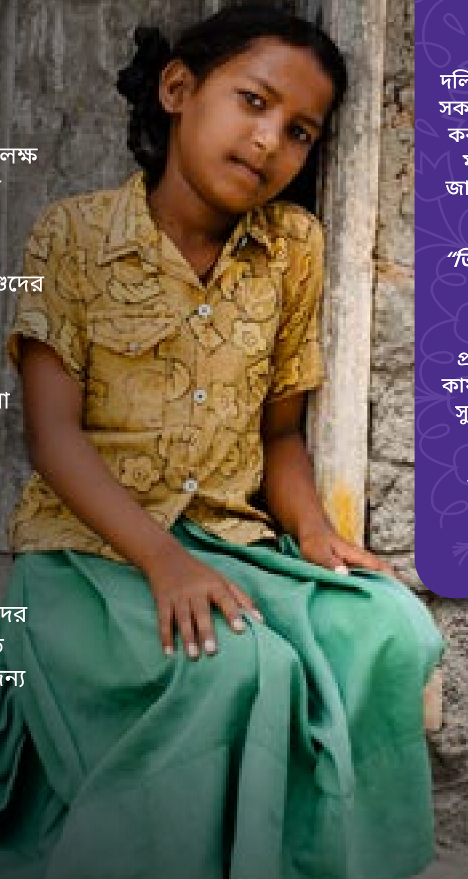

কীভাবে করবো
প্রার্থনা?

দলিত এবং জাতপাতের কারণে নির্যাতিত সকলের আরোগ্য ও মর্যাদার জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন তারা যেন খ্রিস্টের মধ্যে নিজেদের সত্যিকারের পরিচয় জানতে পারে যে তারা ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র এবং কন্যা।

“তিনি ভাঙা হৃদয়কে আরোগ্য দেন এবং তাদের ক্ষত বেঁধে দেন।”
সাম ১৪৭:৩

প্রার্থনা করুন যেন গীর্জাগুলো তাদের কার্যক্রমে জাতপাত প্রত্যাখ্যান করে এবং সুসমাচারের গভীর সমতার প্রতিফলন ঘটায়।

“ইহুদি বা অ-ইহুদি বলে কিছু নেই... কারণ খ্রিস্টের কাছে তোমরা সকলেই সমান।”
গালাটিয়ানস্ ৩:২৮

জাতপাত হয়তো মানুষকে বাইরে থেকে বিভক্ত করতে পারে, কিন্তু নির্যাতন আঘাত হানে বিশ্বাসের মূলে। যারা খ্রিস্টকে অনুসরণ করে—বিশেষ করে হিন্দু বিশ্বাসীরা—তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার মূল্য ভয়াবহ হতে পারে। আসুন, এখন আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করি, যারা শুধুমাত্র যীশুকে বেছে নেওয়ার কারণে নির্যাতিত হয়েছে...

৮ম দিন • ১৯শে অক্টোবর

নির্যাতিতদের হৃদয়ের আরোগ্য

ভারতে এবং বিশ্বের কিছু কিছু জায়গায় যীশুকে অনুসরণ করার জন্য নিজের সর্বস্ব দিয়ে মূল্য দিতে হতে পারে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিশ্বাসীদের (HBBs) ক্ষেত্রে, বিশ্বাস করার পথে প্রায়শই পরিবারের প্রত্যাখান, চাকরি খোয়ানো এবং উৎপীড়নের হুমকি আসে। আর যেসব জায়গায় ধর্মান্তর বিরোধী আইন রয়েছে, সেখানে শুধুমাত্র একটি প্রার্থনা সভায় যোগদান করার জন্যও গ্রেফতার করা হতে পারে।

২০২২ সালে, ছত্তিশগড়ে একদল হিন্দু বিশ্বাসীদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল গ্রামবাসীরা। উত্তরপ্রদেশের লখনউ-এ এক পাদ্রীর জেল হয়েছিল "জোরপূর্বক ধর্মান্তর" করার অভিযোগে যখন তিনি শুধুমাত্র অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এগুলো কোন বিছিন্ন ঘটনা নয়— ভারত এখন খ্রিস্টানদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক ১৫টি দেশের মধ্যে একটি।

ঈশ্বর আরোগ্য দেন।

এবং তবুও, এইসব বাহ্যিক নিপীড়নের থেকেও গভীর হল ভারত জুড়ে নারী ও মেয়েদের যন্ত্রণা যা তারা নীরবে বহন করে চলে। তাদের আঘাত অধিকাংশ সময়ই অন্ধকারে থেকে যায়—যেখানে অবিচারের সঙ্গে থেকে যায় শুধু নীরবতা। কিন্তু প্রভু দেখেন। আসুন এখন আমরা প্রার্থনা করি তাঁর কন্যাদের গভীর ক্ষতগুলো যেন তাঁর আরোগ্যের কোমল স্পর্শ পায়...

কীভাবে করবো

প্রার্থনা?

নির্যাতিত বিশ্বাসীদের শক্তি এবং আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করুন, বিশেষ করে যেসব হিন্দু বিশ্বাসীরা হুমকি বা প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হচ্ছেন। ঈশ্বর যেন তাদের আনন্দ ফিরিয়ে দেন এবং তাদের বিশ্বাস গভীরতর করে তোলেন।

"প্রভু ভগ্নহৃদয়ের কাছাকাছি থাকেন এবং ভেঙে গুড়িয়ে যাওয়া আত্মাদের উদ্ধার করেন।"
সাম ৩৪:১৮

প্রার্থনা করুন তাদের অত্যাচারীরা যেন খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পায় স্বপ্নের মাধ্যমে, দয়ার কাজের মাধ্যমে এবং বিশ্বাসীদের সাহসিকতার মাধ্যমে।

"তাদের আশীর্বাদ করো যারা তোমাদের নির্যাতন করে; আশীর্বাদ করো, অভিশাপ দিও না।"
রোমানস্ ১২:১৪

24
HOURS
Prayers for the Hindu World
during the Diwali Festival
Monday 20th October 2025 - Starts 8:00am EST
Worship-saturated prayers for personal, local, and global breakthrough with a focus on the Hindu world.
www.110cities.com

৯ম দিন • ২০শে অক্টোবর

নারী ও কিশোরীদের জীবনে মানসিক আঘাত

ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, এখনও নারী হওয়া মানে হল অলক্ষিত বা অবমূল্যায়িত হওয়া। গর্ভধারণ থেকে বিধবা হওয়া পর্যন্ত, অনেক মেয়ে এবং নারী শুধুমাত্র অস্তিত্বের কারণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। কেউ কেউ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যরা নারীপাচার, নির্যাতন অথবা সাংস্কৃতিক লজ্জার কারণে নীরব থাকতে বাধ্য হয়। যে মানসিক আঘাত তারা বয়ে বেড়ায় তা প্রায়শই—অব্যক্ত, বয়ে বেড়ানো কষ্ট এবং অমীমাংসিত হয়ে লুকানো থাকে।

জাতীয় তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতি ১৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হয়। যৌতুকের কারণে মৃত্যু এবং পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা চারিদিকে অহরহ ঘটছে। ২০২২ সালে, প্রায় ২০.০০০ নারী মানব পাচারের শিকার হিসেবে রিপোর্ট করা হয়েছে। এই প্রতিটি সংখ্যার পিছনে রয়েছে একটি নাম—ঈশ্বরের একজন কন্যা যার মর্যাদা এবং আরোগ্যের অধিকার রয়েছে।

যীশু যেখানেই যেতেন নারীদের মর্যাদা উন্নত করতেন। তিনি রক্তাক্ত নারী, সামারিটান বিতাড়িত নারী এবং শোকাহত মাকে দেখেছেন। তিনি এখনও দেখেন।

কীভাবে করবো
প্রার্থনা?

সমগ্র ভারতের নারী ও মেয়েদের— শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক আঘাত থেকে আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরকে বলুন তিনি যেন তাদের সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের কণ্ঠ ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন।

“তুমি তোমার লজ্জার পরিবর্তে দ্বিগুণ অংশ পাবে...”
ইশাইয়া ৬১:৭

প্রার্থনা করুন যেন খ্রিস্টীয় মিশনারি এবং গির্জাগুলি দুর্বল নারীদের প্রতি প্রচার, উদ্ধার, পরামর্শ এবং শিষ্যত্ব গ্রহণে নেতৃত্ব দেয়।

“তিনি তাদের অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য থেকে উদ্ধার করবেন, কারণ তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত অমূল্য।”
সাম ৭২:১৪

ঈশ্বর আরোগ্য দেন।

একটি ভেঙে পড়া দেশ তার পরবর্তী প্রজন্মকে তুলে না ধরলে আরোগ্য লাভ করতে পারে না। ভারতের যুবসমাজ—অস্থির, চাপে ক্লান্ত এবং প্রায়শই দিকভ্রষ্ট—তাদের সুযোগের থেকেও বেশি কিছু প্রয়োজন; তাদের প্রয়োজন পরিচয় ও আশা। আমরা আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করার সময়, আসুন ভারতের তরুণ হৃদয় ও ভবিষ্যতের জন্য একটু ক্রন্দন করি...

১০ম দিন • ২১শে অক্টোবর

দেশের যুবসমাজের আত্মার আরোগ্য

সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তরুণ জনসংখ্যা ভারতে বসবাস করে। ২৫ বছরের কম বয়সীদের সংখ্যা প্রায় ৬০ কোটিরও বেশি। তবুও সুযোগের সঙ্গে আসে চাপ—পড়াশোনার চাপ, বেকারত্ব, সামাজিক প্রত্যাশা এবং আধ্যাত্মিক শূন্যতা। অনেক যুবক হতাশা, আসক্তি বা আত্মহত্যার চিন্তার সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে। ২০২২ সালে, ভারতে ১৩,০০০ এরও বেশি ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল—যা এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি।

যীশু কিন্তু এই প্রজন্মকে কোন সমস্যা হিসাবে দেখেন না যা সমাধান করতে হবে, বরং আহ্বান করার মতো মানুষ হিসেবে দেখেন। তাঁর আরোগ্য কর্মক্ষমতা বা যন্ত্রণার বাইরেও বিস্তৃত। তিনি পরিচয়, আশা এবং উদ্দেশ্য প্রদান করেন। ভারতের পুনরুত্থান সম্ভবত তার যুবসমাজ থেকেই শুরু হতে পারে।

আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে তাদের ক্ষত যেন তাদের পরিচয় না হয়ে ওঠে—বরং তারা যেন আরোগ্য এবং সাহসের সাথে সত্যের বার্তাবাহক হিসাবে উঠে দাঁড়াতে পারে।

কীভাবে করবো প্রার্থনা?

ভারতের যুবসমাজের মানসিক, আবেগগত এবং আধ্যাত্মিক আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরকে বলুন তিনি যেন আত্মহত্যা, বিভ্রান্তি এবং হতাশার মনোভাব ভেঙে দেন।

"যাদের মন স্থির, তুমি তাদেরকে পূর্ণ শান্তিতে রাখবে, কারণ তারা তোমার উপর আস্থা রাখে।"
ইশাইয়া ২৬:৩

প্রার্থনা করুন যেন তরুণ বিশ্বাসীরা খ্রিস্টের জন্য সাহসের সাথে জীবন যাপন করে এবং এই সমগ্র মুভমেন্ট তাদের মধ্যে থেকেই জন্ম নেয়।

"তুমি ছোট বলে কাউকে তোমার দিকে অবহেলা ভরে তাকাতে দিও না, বরং একটা উদাহরণ স্থাপন কর..."
১ টিমোথি ৪:১২

এই হল সেই প্রজন্ম যাকে ঈশ্বর গড়ে তুলছেন—তরুণ যুবক এবং যুবতী যাদের গল্প এখনও লেখা হচ্ছে। প্রার্থনার এই অংশ শেষ করার সময়, আমরা শুধুমাত্র ব্যক্তিদের নয়, বরং সমগ্র শহরগুলিকে তুলে ধরছি যা দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করে। আসুন এখন আমরা এরকম একটি শহরের দিকে মনোযোগ দিই...

মনোযোগের শহর :: আসানসোল

মূর্তির মাঝে আরোগ্য: বাঙালিদের জন্য এক আর্তি

দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ শিল্পনগরীগুলির মধ্যে অন্যতম। কয়লাখনি আর ইস্পাত কারখানার জন্য পরিচিত এই শহর একইসঙ্গে **মন্দিরে উপাসনা, মূর্তিপূজা এবং গণেশ ও কালীসহ বহু দেবদেবীর প্রতি ভক্তির** এক দৃঢ় আধ্যাত্মিক দুর্গ। বহু বাঙালির কাছে এসব আচার-অনুষ্ঠানগুলি সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হলেও—ধূপ আর নৈবেদ্যর আড়ালে লুকিয়ে আছে এক আধ্যাত্মিক বন্ধন—যা হৃদয়কে সত্য থেকে আড়াল করে রাখে।

উৎসবের সময় রাস্তাজুড়ে পূজার প্যান্ডেল তৈরি হয়। লাউডস্পিকারে বহু দেবতার গান ভেসে আসে। পরিবারগুলো সন্তানদের মূর্তির কাছে উৎসর্গ করে আশীর্বাদের প্রত্যাশায়। তবুও এই সবকিছুর মাঝেও **যীশু এখনও হৃদয় আকর্ষণ করছেন**। লুকানো বিশ্বাসীরা নীরবে সুসমাচার ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কিছু গীর্জা সাহসের সাথে জড়ো হচ্ছে। ঈশ্বর উপাসকদের দেখেন—এবং তাদের হৃদয়কে সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার দিকে ফিরিয়ে আনতে আকুল হন।

কীভাবে করবো

প্রার্থনা?

পুরো আসানসোল জুড়ে আধ্যাত্মিক আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন যেন যীশুর নামে মূর্তিপূজা, ভয় আর প্রতারণার শক্তঘাঁটিগুলো ভেঙে যায়। ঐশ্বরিক সাক্ষাতের জন্য প্রার্থনা করুন যা মানুষের হৃদয়কে প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান থেকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে আনবে।

"তারা ঈশ্বর সম্পর্কে সত্যকে মিথ্যার সাথে বদল করেছিল, আর সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে সৃষ্ট বস্তুগুলির পূজা ও সেবা করেছিল।"
রোমানস্ ১:২৫

বাঙালি বিশ্বাসীদের সাহস এবং সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরকে বলুন তিনি যেন আসানসোলের বাড়ি গীর্জা, ধর্মপ্রচারক এবং নতুন শিষ্যদেরকে শক্তিশালী করে তোলেন। তারা যেন অন্ধকারের মধ্যে আলো হয়ে ওঠে, জ্ঞান এবং করুণায় পরিপূর্ণ হয়।

"তোমরা জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বরের সেবা করার জন্য মূর্তি থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিলে"
১ টিমোথি ৪:১২

ঈশ্বর দেখেন। ঈশ্বর আরোগ্য দেন। ঈশ্বর রক্ষা করেন।

১১তম দিন • ২২শে অক্টোবর

সেই ঈশ্বর যিনি আত্ম-নির্ভর মানুষদের রক্ষা করেন

যখন শুধুমাত্র সাফল্যই যথেষ্ট নয়

হিন্দু বিশ্বের বিভিন্ন শহর ও নগর জুড়ে, কঠোর পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা এবং সাংস্কৃতিক নিষ্ঠার অনেক গল্প শুনতে পাওয়া যায়। অনেক হিন্দু সৎ, সম্মানজনক জীবন যাপন করেন—এমনকি কেউ কেউ ব্যবসা, শিক্ষা অথবা নেতৃত্বে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যান। বাইরে থেকে দেখে, সবকিছুই নিরাপদ বলে মনে হয়। কিন্তু সাফল্য যখন আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনা তখন কী হয়? কী হয় যখন নীরব দুঃখ, ভাঙা সম্পর্ক, অথবা আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা সবকিছু পাওয়ার মায়া ভেঙে দেয়?

রাজীব ছিলেন একজন ধনী ব্যবসাদার, তার সমাজে সম্মানিত এবং কর্মজীবনে সফল একজন মানুষ। কিন্তু তার বাইরের এই চকচকে রূপের আড়ালে, তার গৃহজীবন ভেঙে পড়ছিল। কাজই হয়ে উঠেছিল তার পালানোর জায়গা—যতক্ষণ না ঈশ্বর এক খ্রিস্টান দম্পতির সহৃদয়তা ব্যবহার করে তার হৃদয়কে জাগিয়ে তোলেন। তাদের শান্তি ও সহানুভূতি এমন প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল যা সে আর উপেক্ষা করতে পারেনি। এবং শাস্ত্র আর বন্ধুত্বের মাধ্যমে, রাজীব যীশু সম্পর্কে জানতে পারেন— যিনি শুধু প্রচেষ্টা থেকেই বিশ্রাম দেন না, বরং সবকিছু ধরে রাখার ভার থেকেও মুক্তি প্রদান করেন।

এমনকি যেসব জীবন দেখে পরিপূর্ণ মনে হয়, সেখানেও যীশু প্রকৃত পরিপূর্ণতা নিয়ে আসেন।

রাজীবের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সব সাফল্যের মাঝেও হয়তো আত্মা নীরবে আরও গভীর কিছুর জন্য কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু কেমন হয় যদি শান্তির খোঁজ কোনো বোর্ডরুম বা মন্দিরে শুরু না হয়ে—বরং এক সরল, সৎ প্রার্থনা থেকেই শুরু হয়? সেই ঈশ্বর যিনি শোনেন তাঁর দিকে সঞ্জয়ের অপ্রত্যাশিত যাত্রা সম্পর্কে জানতে পরের পাতা দেখুন।

কীভাবে করবো **প্রার্থনা?**

প্রার্থনা করুন বিশ্বাসীরা যেন কর্মক্ষেত্র এবং ব্যবসায়িক জগতে যীশুর শান্তি আর প্রেমের সাহসী, সদয় সাক্ষী হয়ে উঠতে পারে, ঠিক যেমন রাজীবের বন্ধুরা ছিলেন।

যীশু আমাদেরকে বিনামূল্যে দান করেছেন করুণা, আমরা কখনই যথেষ্ট ভালো হতে পারিনা বা নিজের চেষ্টায় ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারিনা। সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৫% এই হিন্দু মানুষদের জন্য প্রার্থনা করুন, তারা যেন এই করুণার দান এবং উপহারদাতা সম্পর্কে আরও জানতে পারে।

> “তাতে কি লাভ কেউ যদি পুরো পৃথিবী জয় করে, কিন্তু নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলে?
>
> – মার্ক ৮:৩৬

ঈশ্বর রক্ষা করেন।

ঈশ্বর রক্ষা করেন।

সেই ঈশ্বর যিনি সৎ অনুসন্ধানকারীদের রক্ষা করেন

ঐতিহ্যের বাইরে সত্যের অনুসন্ধান

খুব ছোটোবেলা থেকেই, অধিকাংশ হিন্দুকে শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠার সাথে জীবনকে দেখতে শেখানো হয়। দৈনন্দিন পূজা, মন্দিরে যাওয়া এবং সুশৃঙ্খল প্রার্থনার মাধ্যমে, তারা সাধারণত ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। তবুও এই আচার-অনুষ্ঠানের আড়ালে, অনেকেই নিঃশব্দে ভাবে: "এটা কি যথেষ্ট? ঈশ্বর কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন?" সত্যের পথ সবসময় স্পষ্ট নয়। এটা হয়তো হতাশা, বিভ্রান্তি অথবা আধ্যাত্মিক নীরবতা দিয়ে শুরু হতে পারে। কিন্তু যখন কেউ আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে খোঁজেন—তাঁকে তাঁর শর্তে জানতে চান—যীশু তখন গভীরভাবে তাদের দেখা দেন।

এটা সঞ্জয়-এর গল্প। একটি ধর্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারে বেড়ে ওঠা ছেলেটি, একবার বাইবেলের ঈশ্বরের সাথে দর কষাকষি করেছিল। যে শান্তি সে অনুভব করছিল যখন তা হারিয়ে গেল, তখন সে উত্তরের খোঁজে সারা ভারতবর্ষ ঘুড়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু যখন সে সৎভাবে প্রার্থনা করে শুধুমাত্র তখনই যীশু তাকে সাড়া দেন। তার অনুসন্ধান কোনো মন্দিরে নয়, বরং জীবন্ত ঈশ্বরের সাথে একটা সম্পর্কের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।

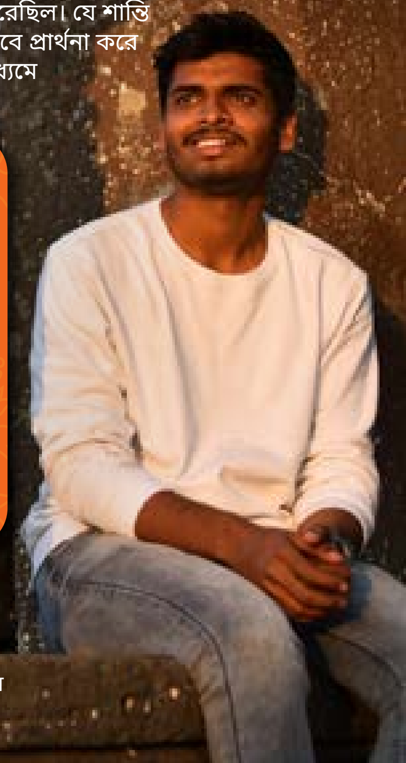

সাক্ষ্য

সঞ্জয়-এর গল

একজন হিন্দু হিসেবে, আমি আমার মাকে নিষ্ঠার সাথে তার দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে দেখেছি, এবং তার ভক্তি আমাকে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল। একদিন আমি গীর্জায় গিয়েছিলাম এবং বাইবেলের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, "আমাকে সৌভাগ্য দাও, এবং আমি দশটি আজ্ঞা পালন করব।" আমি শান্তি অনুভব করেছিলাম—কিন্তু শুধু কিছু দিনের জন্য। যখন এটা মিলিয়ে গেল, আমার নিজেকে পরিত্যক্ত মনে হয়েছিল।

কয়েক বছর পর, একটা ভাবনা "তুমি কি আমাকে খুঁজছ?" আমার ভেতরে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। আমি হিন্দু ধর্ম অন্বেষণ করতে শুরু করি, ভারতজুড়ে পবিত্র স্থানগুলিতে যেতে শুরু করি—কিন্তু দূরত্বটা রয়েই গেল।

এক রাত্রে, আমি সৎভাবে প্রার্থনা করলাম: "ঈশ্বর, আমি তোমাকে আমার নয়, তোমার শর্তে জানতে চাই।" পরে এক বন্ধু আমাকে যীশু সম্পর্কে বলে, কিন্তু আমি আগ্রহী ছিলাম না। মাসের পর মাস কেটে যায়। এক রাতে, বাড়ির পথে হেঁটে যাওয়ার সময়, আমি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা আর সাহায্যের জন্য কেঁদেছিলাম। একটি পরীক্ষা হিসাবে, আমি যীশুর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তাঁকে আমার ঈশ্বর হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এবং তিনি এসেছিলেন। এবং তিনি আছেন।

সঞ্জয় ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছিল ধৈর্য্য আর এক সৎ হৃদয়ের মাধ্যমে—কিন্তু সমস্ত অনুসন্ধানকারীরা ধর্ম থেকে দূরে তাদের যাত্রা শুরু করেন না। অনেকে, গোপালের মতন, সারা জীবন আধ্যাত্মিক ভক্তিতে ডুবে থাকার পরও, এখনও সত্যের জন্য আকুল। পরের পাতায় দেখুন সেই ঈশ্বর যিনি রক্ষা করেন, যে বিশ্বস্তভাবে অনুসন্ধান করে তাকে মন্দিরের দেওয়ালের ভেতরেও তিনি দেখা দেন।

কীভাবে করবো **প্রার্থনা?**

প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি এমন বিশ্বাসীদের তৈরি করেন যারা ধৈর্য ধরে শুনবে, নম্রভাবে সত্য ভাগ করে নেবে এবং অনুসন্ধানকারীদের পাশে করুণা ও সাহস নিয়ে হাঁটবে।

প্রার্থনা করুন আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও ভক্তি যেন আরও অনেককে সঞ্জয়ের মতো, ঈশ্বরকে অনুরোধ করতে উদ্বুদ্ধ করে যাতে তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে, প্রার্থনার উত্তর দিয়ে, শান্তি দিয়ে এবং হতাশা ও নিরাশা থেকে মুক্তি দিয়ে নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করেন।

১৩তম দিন • ২৪শে অক্টোবর

সেই ঈশ্বর যিনি ভক্তদের রক্ষা করেন

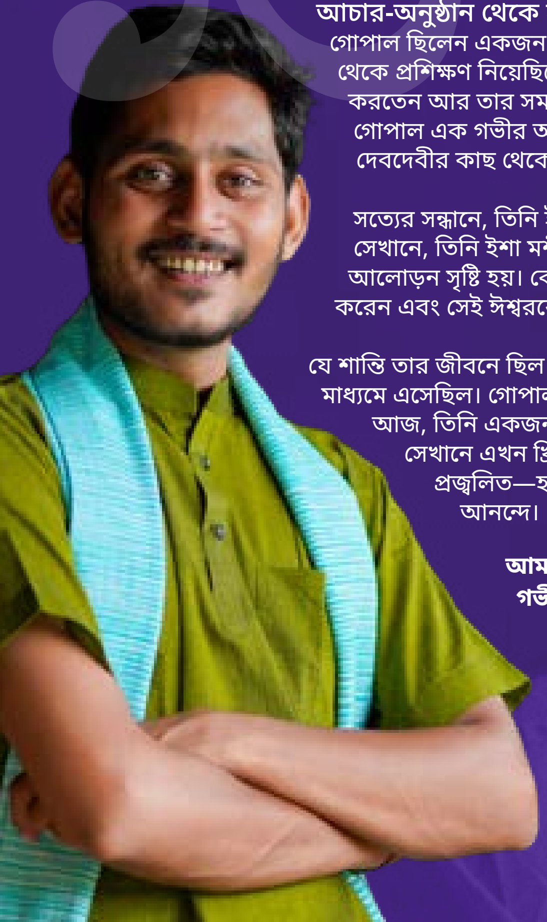

আচার-অনুষ্ঠান থেকে সম্পর্কে

গোপাল ছিলেন একজন সম্মানিত হিন্দু পুরোহিত, মন্দিরে পূজা অর্চনা করার জন্য ছোটোবেলা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তিনি মন্ত্র মুখস্থ করেছিলেন, নিখুঁতভাবে আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন আর তার সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তবুও এই সুশৃঙ্খল ভক্তির আড়ালে, গোপাল এক গভীর আধ্যাত্মিক শূন্যতা বহন করতেন—এক নীরবতা, যার উত্তর কোনো দেবদেবীর কাছ থেকে তিনি পাননি।

সত্যের সন্ধানে, তিনি ইসলাম ধর্মের দিকে ঝোঁকেন এবং কোর'আন পড়তে শুরু করেন। সেখানে, তিনি ইশা মশীহা (মশীহ যীশু) সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তার হৃদয়ে কিছু একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কৌতূহল এবং আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে, তিনি বাইবেল পড়তে শুরু করেন এবং সেই ঈশ্বরকে খুঁজে পান যিনি ভালোবাসা, করুণা আর সত্যের কথা বলেন।

যে শান্তি তার জীবনে ছিল না তা কোন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসেনি, বরং একটা সম্পর্কের মাধ্যমে এসেছিল। গোপাল যীশুর কাছে তার জীবন উৎসর্গ করেন এবং সবকিছু বদলে যায়। আজ, তিনি একজন সাহসী যাজক, আগে যেখানে তিনি মূর্তির সামনে ধূপ জ্বালাতেন সেখানে এখন খ্রিস্টের কথা প্রচার করেন। তার হৃদয় এখন অন্য এক আগুনে প্রজ্বলিত—হারানোদের প্রতি ভালোবাসায় এবং যিনি তাকে রক্ষা করেছেন তাঁর প্রতি আনন্দে।

আমরা গোপালের মতন আরও অনেকের জন্য প্রার্থনা করি— যারা গভীরভাবে নিবেদিতপ্রাণ, অথচ জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য আকুল।

চিরন্তন প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহস লাগে—কিন্তু সত্যকে খুঁজে পাওয়ার পর সবকিছু বদলে যায়। গোপালের গল্প আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে এমনকি যারা একসময় মিথ্যা ভগবানের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তারাও জীবন্ত ঈশ্বরের দ্বারা রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু ঘৃণায় ভরা একটি হৃদয় যখন যীশুর বার্তা শোনে তখন কি ঘটে? পরের পাতায় আমরা এমন একজনের কথা জানব, যিনি একসময় আক্রমণাত্মকভাবে খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—যতক্ষণ না এক অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ তাঁর প্রতিরোধ ভেঙে দেয়।

ঈশ্বর রক্ষা করেন।

কীভাবে করবো

প্রার্থনা?

হিন্দু পুরোহিত, গুরু এবং ধর্মীয় নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা নীরবে খুঁজে চলেছেন। ঈশ্বরকে বলুন যীশু যেন তাদের জীবনে এমন বিশ্বাসীদের পাঠান যারা ভালোবাসার সাথে সত্যকে নিয়ে চলবে এবং তাদের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে তাদের সঙ্গে একসাথে পথ চলতে পারবে।

সমাজের ব্রাহ্মণ নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে তাদের মধ্যে কৌতূহল এবং সত্য ও অর্থের প্রতি অনুসন্ধিৎসা তৈরি হয়। সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন তথ্যের জন্য প্রার্থনা করুন, যে পবিত্র আত্মা যেন যীশুকে প্রকাশ করেন এবং অনেকেই যেন যীশুর ভক্ত হয়ে উঠতে পারে।

"তোমরা আমাকে খুঁজবে এবং যখন তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাকে খুঁজবে, তখন আমাকে পাবে।"
জেরেমিয়া ২৯:১৩

১৪

১৪তম দিন • ২৫শে অক্টোবর

সেই ঈশ্বর যিনি কঠিন হৃদয়ের লোকদের রক্ষা করেন

বিরোধিতা থেকে আনুগত্যে

হিন্দু বিশ্বের বহু জায়গায়, যীশুকে শুধু ভুলভাবে বোঝানো হয় না—সক্রিয়ভাবে তাঁর বিরোধিতা করা হয়। অনেকের কাছে, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং পূর্বপুরুষের ধর্মের প্রতি আনুগত্য অবিচ্ছেদ্য বলে মনে হয়। ধারণা করা হয় যে খ্রিস্টের বার্তা হল বিদেশি, যা গভীরভাবে প্রোথিত বিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িক বন্ধনের প্রতি ভীতিস্বরূপ। তাই সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার সময় খ্রিস্টানদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা, প্রত্যাখ্যান, এমনকি সহিংসতার মুখোমুখি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তবুও সুসমাচারের প্রতি তীব্রভাবে বিরোধীদের মাঝেও, ঈশ্বর তাঁর কাজ করে চলেছেন। তাঁর ভালোবাসা ক্রোধের ফলে থেমে যায় না, আর তাঁর সত্য কঠিন হৃদয়ে বাধা পায় না। বারংবার, আমরা দেখতে পাই কীভাবে যেন যীশুর প্রতি তীব্র বিরোধিতা করা মানুষগুলোই একসময় তাঁর নামের সবচেয়ে বেশি সাহসী ঘোষণাকারী হয়ে ওঠে।

এটা হল সন্তোষের সাক্ষ্য, একজন প্রাক্তন সাপুড়ে যিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি ভক্তি এবং খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি প্রকাশ্য ঘৃণার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি একবার তার গ্রামে প্রবেশ করা যাজকদের হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু একটি আমন্ত্রণ এবং তার ভাইয়ের একটি সাহসী পদক্ষেপ তাঁর জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। অশুভ আত্মার বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে সন্তোষ যীশুর ভালোবাসা অনুভব করেন—আর সবকিছু বদলে যায়। এখন তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান, আর সেই বার্তাটি ছড়িয়ে দেন যা তিনি একসময় থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

ঈশ্বর রক্ষা করেন।

কীভাবে করবো

প্রার্থনা?

প্রার্থনা করুন শত্রুভাবাপন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যেন আমূল রূপান্তর ঘটে, যাতে একসময় যারা অত্যাচারী ছিলেন তারা যেন সন্তোষের মত সাহসী সাক্ষী হয়ে ওঠে।

অলৌকিক ঘটনা, আরোগ্য এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন যাতে যীশুর শক্তি আর বাস্তবতাকে বহু মানুষ অতিপ্রাকৃত ঘটনার মাধ্যমে দেখতে পায় এবং অনুভব করে।

“

আমি তোমাদের একটি নতুন হৃদয় দেব এবং তোমাদের মধ্যে একটি নতুন আত্মা স্থাপন করব... আমি তোমাদের পাথরের হৃদয় সরিয়ে ফেলব আর একটি রক্ত-মাংসের হৃদয় দেব।

– ইজিকিয়েল ৩৬:২৬

প্রার্থনার শেষ দিনে পৌঁছানোর সাথে সাথে, আমরা যা কিছু দেখেছি আর যা কিছু শুনেছি তার দিকে একবার কৃতজ্ঞতার সাথে ফিরে তাকাই। আমরা বিভিন্ন শহর এবং গল্পে ভ্রমণ করেছি—নিপীড়ন থেকে আশার পথে, আচার-অনুষ্ঠান থেকে সম্পর্কের পথে। আমরা দেখেছি অবহেলিতদের ওপর দৃষ্টি পড়ছে, আহতদের ক্ষতগুলো সেরে উঠতে শুরু করেছে এবং শত্রুভাবাপন্ন হৃদয়গুলো আত্মসমর্পণে নত হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়—এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আজ, আমরা একসাথে গলা মিলিয়েছি, এই বিশ্বাসে যে সেই ঈশ্বর যিনি দেখেন, নিরাময় করেন এবং রক্ষা করেন তিনি এখনও নতুন গল্প লিখে চলেছেন। চলুন এই শেষবার আমরা বিশ্বাস, সাহস এবং প্রত্যাশা নিয়ে প্রার্থনা করি। এই বছরের প্রার্থনা-গাইডের শেষ মুহূর্তগুলোতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, অনুগ্রহ করে পরের পাতায় যান।

১৫তম দিন • ২৬শে অক্টোবর

প্রার্থনা শেষের আহ্বান

সেই ঈশ্বর যিনি দেখেন। সেই ঈশ্বর যিনি আরোগ্য দেন। সেই ঈশ্বর যিনি রক্ষা করেন।

ভীড়ে ঠাসা মুম্বাই-এর ব্যস্ততম রাস্তা থেকে শুরু করে রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত... উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে সেই বঞ্চিত তরুণী যাকে প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি... ঐতিহ্যমন্ডিত পরিবার থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক ক্ষুধার জন্য নীরবে লড়াই করা সেই মানুষগুলো—ঈশ্বর তাদের সকলকেই দেখেছেন।

তিনি দূরে নয়। তিনি আমাদের কাছেই আছেন।

তিনি তাঁর লোকেদের প্রার্থনা শুনেছেন। তিনি সেই কান্নাগুলোও শুনেছেন যা আর কেউ শুনতে পায়নি। তিনি ভাঙা হৃদয়কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, সাংস্কৃতিক ক্ষতগুলো নিরাময় করছেন এবং অগণিত হিন্দুকে তাঁর নিজের আলিঙ্গনে টেনে নিচ্ছেন। স্বপ্নের মাধ্যমে, বিশ্বস্ত সাক্ষীর মাধ্যমে, ছোট ছোট বাড়ি গীর্জাগুলির মাধ্যমে আর সহজ ভালোবাসার কাজের মাধ্যমে— ঈশ্বর কাজ করে চলেছেন।

আপনার প্রার্থনা মূল্যবান। এই ১৫দিন ধরে যতবার আপনি আন্তরিকভাবে মাথা নত করেছেন, প্রতিবার আপনি এক চিরন্তন কিছুর অংশ হয়ে উঠেছেন। আর যদিও এই গাইডটি এইখানেই শেষ, আমাদের প্রার্থনা কিন্তু কোনোভাবেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

প্রার্থনা চালিয়ে যান।
বিশ্বাস ধরে রাখুন।
সেই ঈশ্বর যিনি রক্ষা করেন তাঁর কাজ এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

“এবং তাঁর প্রতি আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস, যে আমরা যদি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কিছু প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন।”

– ১ জন ৫:১৪

এই গাইড শেষ হয়ে যাবার পরও **প্রার্থনা চালিয়ে যান**

আমরা আপনাকে ২০২৬ সাল জুড়ে প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যদিও এই গাইডটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা কখনও শেষ হয় না। প্রতিদিন, হিন্দু বিশ্বের পুরুষ, নারী এবং শিশুরা সত্য খুঁজে চলেছে, কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এবং নীরবে, অলৌকিক উপায়ে খ্রিস্টের মুখোমুখি হচ্ছে। আপনার প্রার্থনা অমূল্য—আপনার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি।

আপনার হৃদয় মানব জাতিগুলির প্রতি কোমল থাকুক। আপনার প্রার্থনা অগুরু ধূপের মতো ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে জ্বলতে থাকুক।

> “
>
> **একজন ধার্মিক ব্যক্তির প্রার্থনা অনেক বেশি শক্তিশালী এবং কার্যকর হয়।**
>
> জেমস ৫:১৬বি (এনআইভি)

হিন্দু মানুষদের উদ্দেশ্যে ৭টি ঘোষণাপত্র

যার মূল হল ২০২৫ সালের থিম

ঈশ্বর যিনি **দেখেন।**
ঈশ্বর যিনি **আরোগ্য দেন।**
ঈশ্বর যিনি **রক্ষা করেন।**

আমরা যখন হিন্দু বিশ্বের জন্য প্রার্থনা করি, তখন আমাদের শব্দগুলি আশা ও সত্যের বাহন হয়ে উঠতে পারে। এই ঘোষণাগুলি, ধর্মগ্রন্থ এবং ঈশ্বরের করুণাময় হৃদয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা আমাদের প্রত্যাশার সাথে প্রার্থনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ঈশ্বরের সাথে নিভৃত মুহূর্তে, পারিবারিক প্রার্থনার সময় অথবা গীর্জায় আপনার প্রার্থনার অংশ হিসাবে এগুলি উচ্চস্বরে বলুন—এই বিশ্বাসে যে ঈশ্বর যিনি দেখেন, নিরাময় করেন এবং রক্ষা করেন তিনি আজও কাজ করে চলেছেন।

হিন্দু বিশ্বের জন্য ঘোষণাগুলি হল

১. ঈশ্বর প্রত্যেক গোপন হৃদয়কে দেখেন এবং প্রত্যেক অনুসন্ধানী কান্না শোনেন।
আমরা ঘোষণা করছি, প্রভুর কাছে কেউ অদৃশ্য নয়—তিনি প্রতিটি শহর, গ্রাম ও জাতির প্রতিটি মানুষকে দেখেন, আর তাঁর চোখ পরিপূর্ণ ভালোবাসায় ভরা।

২. ঈশ্বর স্বপ্ন, সাক্ষাৎ এবং বিশ্বাসীদের সাক্ষ্যর মাধ্যমে হিন্দুদের নিজের দিকে টেনে আনছেন।
আমরা ঘোষণা করছি, প্রতিটি হৃদয় উন্মুক্ত হবে এবং ঐশ্বরিক মুহূর্তগুলি মানুষকে রূপান্তর ও সত্যের পথে নিয়ে যাবে।

৩. ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান, ভয় এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনের কারণে সৃষ্ট ক্ষতগুলো সারিয়ে তোলেন।
আমরা নারী, শিশু, দরিদ্র, সমাজচ্যুত এবং যারা গভীর মানসিক ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের সকলের জন্য আরোগ্যের কথা বলছি।

৪. ঈশ্বর হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিশ্বাসীদের সাহসী সাক্ষ্যের মাধ্যমে পুরো পরিবারকে রক্ষা করছেন।
আমরা ঘোষণা করছি, একসময় পৌঁছানো যাবে না বলে বিবেচিত প্রতিটি ঘরে, সমাজের প্রতিটি কোণায় এবং প্রতিটি অঞ্চলে পরিত্রাণ এবং পুনরুদ্ধার আসবে।

৫. ঈশ্বর প্রবঞ্চনার শক্ত ঘাঁটিগুলোকে ভেঙে দিচ্ছেন এবং যীশুকে সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বর রূপে প্রকাশ করছেন।
আমরা স্পষ্টতা, প্রতিবোধ এবং ঐশ্বরিক সত্যের কথা বলছি যা হৃদয় ও মনকে ভরিয়ে তুলবে।

৬. ঈশ্বর প্রতিটি জাতি, উপজাতি এবং ভাষার উপাসকদের এক প্রজন্ম গড়ে তুলছেন।
আমরা ঘোষণা করছি, ভারত এবং হিন্দু বিশ্ব এমন শিষ্যদের নিয়ে ভরে উঠবে যারা সাহস ও আনন্দের সঙ্গে যীশুর গুণগান করবে।

৭. ঈশ্বরের কাজ শেষ হয়ে যায়নি— তিনি করুণা, ন্যায়বিচার ও শক্তি নিয়ে হিন্দু বিশ্ব জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।
আমরা ঘোষণা করছি, অপ্রত্যাশিত জায়গায় পুনরুজ্জীবনের উত্থান ঘটবে এবং সুসমাচার অপ্রতিরোধ্য শক্তির সাথে এগিয়ে যাবে।

“
সমুদ্র যেমন জলে ভরা থাকে
ঠিক সেরকম ভাবেই সমগ্র পৃথিবী
প্রভুর মহিমার জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে।
হাবাক্কূক ২:১৪

১৫ দিন
ধরে প্রার্থনা
হিন্দু বিশ্বের জন্য
১২ই অক্টোবর – ২৬শে অক্টোবর
২০২৫ এবং ২০২৬ জুড়ে
আরও জানুন, আরও প্রার্থনা করুন
এবং আরও পরিবর্তন আনুন!
বিভিন্ন ধরনের মানুষ ও সমস্যা সম্পর্কে
আরও আকর্ষণীয় এবং তথ্যসমৃদ্ধ
গাইড পেতে দেখুন
WWW.WORLDPRAYERGUIDES.ORG
WORLD PRAYER GUIDES